**বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটি কক্সবাজার - উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

কক্সবাজার, রবিবার, ২০ চৈত্র ১৪১৭, ০৩ এপ্রিল ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

সংসদ সদস্যবৃন্দ,

বাহিনী প্রধানগণ,

সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাগণ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর কক্সবাজার ঘাঁটির শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচছা জানাচ্ছি।

দেশে এই প্রথমবারের মত একটি উড্ডয়ন বিমান ঘাঁটি স্থাপন করা হল। এই ঘাঁটি স্থাপন আমাদের সরকারের একটি শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার অঙ্গীকারেরই বহিঃপ্রকাশ।

ঐতিহাসিক এ মূহুর্তে আমি বিমান বাহিনীর সকল সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

শ্রদ্ধার স্মরণ করছি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং ২-লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ মতিয়ুর রহমানসহ বিমান বাহিনীর শহীদ সদস্যদের।

বিমান বাহিনীর যেসব সদস্য দায়িত্বরত অবস্থায় মৃতুবরণ করেছেন, তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি।

সুধিবৃন্দ,

ভূ-কৌশলগত অবস্থানের দিক থেকে কক্সবাজারের গুরুত্ব অপরিসীম। সময়ের বিবর্তনে স্থলভাগের সম্পদ সীমিত হয়ে পড়ছে। এখন সবার দৃষ্টি পড়েছে সমুদ্রসম্পদের দিকে। বিশাল সামুদ্রিক এলাকায় পণ্য পরিবহন ছাড়াও এখানে আছে মৎস্য, গ্যাস ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ।

এসব সম্পদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য কঠোর নজরদারী প্রয়োজন। আমি আশা করি কক্সবাজার বিমান ঘাঁটি আমাদের বিশাল সমুদ্রসীমার অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ত্রাণ তৎপরতা পরিচালনা এবং সর্বোপরি জাতীয় স্বার্থরক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

সামরিক কৌশলগত দিক থেকে যে কোন দেশের নিরাপত্তা সুসংহত করার জন্য একটি শক্তিশালী, পেশাদার ও আধুনিক বিমান বাহিনী অপরিহার্য।

এই বিষয়টি অনুধাবন করেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পর পরই একটি শক্তিশালী বিমান বাহিনী গড়ে তোলার পদক্ষেপ নেন।

তাঁর দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তে ১৯৭৩ সালেই সে সময়ের অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমান বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে সংযোজন করা হয়। এগুলোর মধ্যে মিগ-২১ সুপারসনিক ফাইটার স্কোয়াড্রন, এমআই-৮ হেলিকপ্টার স্কোয়াড্রন, এএন-২৪ পরিবহন বিমান স্কোয়াড্রন এবং চারটি র‌্যাডার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এরই ধারাবাহিকতায় গত মেয়াদে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পালনকালে ২০০০ সালে আমরা বিমান বাহিনীর জন্য ৪র্থ প্রজন্মের অত্যাধুনিক মিগ-২৯ জঙ্গী বিমান সংগ্রহ করি।

পাশাপাশি বড় পরিসরের সি-১৩০ পরিবহন বিমান এবং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আকাশ প্রতিরক্ষা র‌্যাডার সংযোজন করা হয়।

এবার দায়িত্ব নিয়ে আমরা বিমান বাহিনীতে বিভিন্ন অত্যাধুনিক সামরিক সরঞ্জাম সংযোজন, আধুনিকায়ন ও ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নের কার্যক্রম হাতে নিয়েছি।

ইতোমধ্যেই বিমান বাহিনীতে প্রথমবারের মত ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপনযোগ্য অত্যাধুনিক ক্ষেপনাস্ত্র সংযোজন করা হয়েছে। জঙ্গী বিমানের জন্য ক্রয় করা হয়েছে আকাশ থেকে আকাশে নিক্ষেপনযোগ্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিভিন্ন ধরনের ক্ষেপনাস্ত্র।

যশোরে বিমান বাহিনী একাডেমিতে ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণের জন্য সব ধরনের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্সের নির্মাণ কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

বিমান বাহিনীর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পুরাতন বিমান ও হেলিকপ্টারসমূহ প্রতিস্থাপন এবং সমগ্র বাংলাদেশকে র‌্যাডার কভারেজের আওতায় আনার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য  কক্সবাজারসহ বিভিন্নস্থানে অত্যাধুনিক র‌্যাডার স্থাপন ও প্রতিস্থাপনের কাজ চলছে।

জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে আরও কার্যকর ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি।

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

এই বিমান ঘাঁটি স্থাপনের মাধ্যমে পর্যটন নগরী কক্সবাজারসহ চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহের আকাশ প্রতিরক্ষা আরও কার্যকর ও সুরক্ষিত হল।

এই ঘাঁটি শুধু সামরিক কাজেই ব্যবহৃত হবে না। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এ এলাকার জনগণের কাছে প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী দ্রুত পোঁছে দেওয়া ও উদ্ধারকাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে এ ঘাঁটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আমাদের সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে আমরা বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে যোগাযোগের কেন্দ্রস্থল হিসেবে পরিণত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।

এরই ধারাবাহিকতায় এই বিমান ঘাটি সংলগ্ন কক্সবাজার বিমান বন্দরকে আধুনিকায়ন ও আন্তর্জাতিকমানে উন্নীত করার জন্য ইতোমধ্যেই প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে কক্সবাজারের পর্যটনশিল্পে যোগ হবে এক নতুন মাত্রা।

যে কোন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে নিরাপত্তার বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই বিমান ঘাঁটি কক্সবাজার বিমান বন্দরের নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি আপদকালীন সময়ে এই এলাকার জনগণের নিরাপত্তা ও কল্যাণে নিয়োজিত থাকবে।

প্রিয় বিমান বাহিনীর সদস্যবৃন্দ,

পেশাগত দক্ষতা অর্জন সামরিক বাহিনীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ দক্ষতা একদিকে যেমন আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে, তেমনি সংগঠনের জন্যেও বয়ে আনে সুনাম ও মর্যাদা।

সমুদ্র তীরবর্তী এই ঘাঁটি বিমান বাহিনীর বৈমানিকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে যোগ করবে এক নতুন মাত্রা।

আমি আশা করি এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে আপনারা সমুদ্রের উপর বিভিন্ন উড্ডয়ন কার্যক্রম ও নজরদারির অপারেশনে আরও পারদর্শিতা অর্জনে সচেষ্ট হবেন।

এ ব্যাপারে আমাদের সরকারের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত থাকবে। পেশা অনুযায়ী আপনাদেরকে গড়ে উঠতে হবে একেকজন দক্ষ বৈমানিক, প্রকৌশলী কন্ট্রোলার এবং আদর্শ বিমানসেনা হিসেবে।

এ জন্য প্রয়োজন অব্যাহত প্রশিক্ষণ ও কঠোর পরিশ্রম। মনে রাখতে হবে পরিশ্রম ও সততার কোন বিকল্প নেই। সুদৃঢ় মনোবল, কঠোর পরিশ্রম, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও দেশপ্রেমই আপনাদের পেশাগত জীবনে উৎকর্ষের চরম শিখরে পোঁছে দিতে পারে।

আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে, স্বাধীনতার জন্য লক্ষ্য প্রাণের ত্যাগ ও তিতিক্ষার ইতিহাস। পূর্বসূরীদের এই আত্মত্যাগের স্বার্থকতা আসবে আপনাদের একনিষ্ঠ দেশপ্রেম ও কর্তব্যনিষ্ঠার মাধ্যমে।

দেশ সেবা এবং জনগণের কল্যাণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আপনারা নিঃস্বার্থ ও একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাবেন - এটাই আপনাদের কাছে দেশবাসীর প্রত্যাশা।

আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী এখন ৪র্থ প্রজন্মের মিগ ২৯ জঙ্গী বিমানসহ বিভিন্ন বিমান ও হেলিকপ্টারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের মেরামত কাজ স্থানীয়ভাবে করছে।

এছাড়াও বেল ২১২ হেলিকপ্টার ও পিটি ৬ প্রশিক্ষণ বিমানসমূহের ওভারহলিং এর কাজও এখন দেশেই হচ্ছে।

কারিগরি ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য ইতোমধ্যেই বিমান বাহিনী ঘাঁটি কুর্মিটোলাতে একটি এ্যারোনটিক্যাল কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

আমার বিশ্বাস এরফলে বিমান রক্ষনাবেক্ষণ ও মেরামতে আমাদের স্বনির্ভরতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।

সুধিবৃন্দ,

আমাদের বিমান বাহিনীর অপারেশনাল কার্যক্রমের পরিধি আজ দেশের গন্ডি পেড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিস্তৃত।

দেড়যুগ ধরে আমাদের বিমান বাহিনী জাতিসংঘ মিশনে অংশগ্রহণ করছে। শান্তিরক্ষা মিশনে বিমান বাহিনী সদস্যদের কর্তব্যনিষ্ঠা ও উন্নত পেশাদারিত্ব সারাবিশ্বে প্রশংসা কুড়িয়েছে।

এ পর্যন্ত বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ২ হাজার ৬৫৬ জন সদস্য শান্তিরক্ষী হিসেবে মোট ২৩টি শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করেছেন। আপনারা জানেন এই প্রথমবারের মত একটি সি ১৩০ পরিবহন বিমান গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গোতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে মোতায়েন করা হয়েছে।

এছাড়াও বিমান বাহিনীর এমআই ১৭ ও বেল ২১২ হেলিকপ্টার কঙ্গো ও আইভরিকোস্টে মোতায়েন আছে।

আমি ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন সময়ে জাতিসংঘসহ বিশ্বনেতৃবৃন্দের কাছে শান্তিরক্ষা মিশনে আমাদের অংশগ্রহণ এবং আনুপাতিক হারে নীতিনির্ধারণ পদে নিয়োগদানের জন্য জোরালো দাবী জানিয়েছি।

আমি আশা করি, বিমান বাহিনীর সকল সদস্য তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা, অভিজ্ঞতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, দেশপ্রেম ও সুশৃঙ্খল জীবন ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সার্বিক সাফল্য ও সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবেন।

আওয়ামী সরকার জনগণের সরকার। দেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নই আমাদের মূল লক্ষ্য। দেশের প্রতিটি মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে তাঁদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন করছি।

আমরা কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, অবকাঠামো নির্মাণসহ ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি।

ইতোমধ্যে প্রায় ১৪০৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হয়েছে। ৩৪টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে। আরও ২৪ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য টেন্ডার আহবান করা হয়েছে।

গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন গ্যাস ক্ষেত্রের সন্ধান, বিদ্যমান গ্যাস ফিল্ডগুলোতে নতুন কূপ খনন করা হচ্ছে।

নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী আমরা ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

সারাদেশে প্রায় সাড়ে চার হাজার ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সারের দাম তিন-দফা কমানো হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বহুগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। একটি বাড়ি একটি খামার কর্মসূচি এবং গৃহহীনদের জন্য আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সকলের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে আমরা প্রায় ১১ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করেছি।

আমি আশা করি, সেদিন আর দূরে নয় যেদিন আমরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে পারব।

আমি দল মতের ঊর্ধ্বে উঠে জাতীয় স্বার্থে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানাই।

আসুন আমরা সবাই মিলে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলি। সবাইকে আবারও আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।

.....